বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

উপ-আইন

২২ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫১৪৮১১ ফ্যাক্স: ৯৫১৪৮২২
ই-মেইল : bnefrd@yahoo.com ওয়েবসাইট: www.bnefrd.org

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

উপ-আইন



২২ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫১৪৮১১ ফ্যাক্স: ৯৫১৪৮২২
ই-মেইল : bncfrd@yahoo.com ওয়েবসাইট: www.bncfrd.org

---- সূচী ----

ক্রঃ নং	নাম	পৃষ্ঠা
১.	সংজ্ঞা	২
২.	নাম	৩
৩.	ঠিকানা	৩
৪.	কার্যক্রমের এলাকা	৩
৫.	সভ্য নির্বাচনের এলাকা	৩
৬.	লক্ষ্য	৩
৭.	উদ্দেশ্য	৩
৮.	সভ্য	৪
৯.	সভ্য নির্বাচন	৪
১০.	ভর্তি ফি ও বার্ষিক চাঁদা	৪
১১.	সভ্য পদের অবসান	৪
১২.	তহবিল গঠন	৫
১৩.	সাধারণ সভা	৫
১৪.	বার্ষিক সাধারণ সভা	৫
১৫.	বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের যোগ্যতা	৫
১৬.	সাধারণ সভার নোটিশ	৫
১৭.	সাধারণ সভার সভাপতি	৬
১৮.	সাধারণ সভার কোরাম	৬
১৯.	সাধারণ সভার কার্যাবলী	৬
২০.	সাধারণ সভার ভোট গ্রহণ	৭
২১.	সাধারণ সভার কার্য বিবরণী	৭
২২.	বিশেষ সাধারণ সভা	৭
২৩.	সাধারণ সভায় সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য	৮
২৪.	কার্যনিবাহী কমিটি	৮
২৫.	কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন	৮
২৬.	কার্যনিবাহী কমিটির ক্ষমতা	৮
২৭.	কার্যনির্বাহী কমিটির কর্তব্য	৯
২৮.	কার্য নিবাহী কমিটির পরিচালকদের যোগ্যতা	১০
২৯.	কার্যনির্বাহী কমিটির সভা	১০
৩০.	কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদের অবসান	১১
৩১.	কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা	১১
৩২.	সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য	১১
৩৩.	কার্য নিবাহী সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১১
৩৪.	উপদেষ্টা কমিটি	১২
৩৫.	বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন এর জেলা ইউনিট/চ্যাপ্টার	১২
৩৬.	তহবিল জমাকরণ	১২
৩৭.	দস্তখত দেওয়ার ক্ষমতা	১২
৩৮.	উপ-আইন সংশোধন	১৩
৩৯.	উপ-আইন বহির্ভূত বিষয়	১৩
৪০.	প্রথম নিবন্ধনকালীন সংগঠন/আবেদনকারীগণের নাম	১৩
৪১.	উপ-আইন প্রণয়ন কমিটি	১৩

বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন

উপ-আইন

(প্রথম নিবন্ধন নং-৮, তারিখ- ২৮/৮/১৯৭৩ খ্রিঃ)

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক

রেজিষ্ট্রেশন নং ৯৮৮/০১/২০১৭
ভারিখঃ ৩১/০১/২০১৭

১। সংজ্ঞা- বিষয় বা পূর্বাপর কথায় বিরুদ্ধভাবের কিছু না থাকিলে এই উপ-আইন ঃ-

ক) "আইন" বলিতে যাবতীয় পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংশোধনসহ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ) বুঝাইবে।

খ) ''বিধিমালা'' বলিতে যাবতীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধনসহ সমবায় সমিতি বিধিমালা,২০০৪ বুঝাইবে।

গ) "জাতীয় সমবায় ফেডারেশন" বলিতে "বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন" বুঝাইবে।

ঘ) "সমবায় আন্দোলন" বলিতে গ্রাম ও উপজেলা/থানা ভিত্তিক দুই স্তর বিশিষ্ট উৎপাদনমুখী, গণমুখী পল্লী উন্নয়ন সমবায় আন্দোলনকে বুঝাইবে।

ঙ) "কৃষক" বলিতে যে সকল ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে কৃষিকার্যে লিপ্ত আছে এবং কৃষিই যাহাদের জীবিকাজনের প্রধান অবলম্বন তাহাদের বুঝাইবে।

চ) "শ্রমিক" বলিতে যাহারা নিজস্ব শ্রমের দ্বারা নানাবিধ শিল্পকলার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে কিংবা কৃষি,শিল্প অথবা বিভিন্ন কলকারখানায় পারিশ্রমিকের জন্য শ্রম বিনিয়োগ করিয়া থাকে তাহাদেরকে বুঝাইবে।

ছ) "দুই স্তর বিশিষ্ট সমবায়" বলিতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর যে নতুন সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং যাহা 'কুমিল্লা সমবায় পদ্ধতি' নামে বহুল পরিচিত যা প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি নামে অভিহিত তাহা বুঝাইবে।

জ) "বোর্ড" বলিতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বুঝাইবে।

ঝ) "মহিলা" বলিতে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আওতাভূক্ত মহিলা/মহিলা-বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্য বুঝাইবে।

ঞ) "বিত্তহীন" বলিতে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্য বুঝাইবে।

২। **নাম**-এই ফেডারেশনের নাম 'বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন' হইবে।

৩। **ঠিকানা**-জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস- ২২,দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা থানা-মতিঝিল,ঢাকা-১০০০, জেলাঃ ঢাকা ।

৪। **কার্যক্রমের এলাকা**- জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের কার্যক্রমের এলাকা "সমগ্র বাংলাদেশ"।

৫। **সভ্য নির্বাচনের এলাকা**- বাংলাদেশের সকল উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ।

৬। **লক্ষ্য**- দেশ ও সমাজের সর্বস্তরে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষক ও শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়ন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করা এবং এক শোষণমুক্ত সমাজ গড়িয়া তোলা।

৭। **উদ্দেশ্য**-

ক) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামভিত্তিক কৃষি সমবায় এবং পেশাভিত্তিক বিশেষ সমবায় গঠনে সহায়তা করিয়া সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলা ।

খ) জাতীয় অর্থনীতির সর্বস্তরে, বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পে উন্নত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করা।

গ) দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে সদস্যদেরকে নিজস্ব মূলধন এবং গ্রাম ও উপজেলা সমবায় সমিতিগুলির যৌথ মূলধন গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করা।

ঘ) সমবায় আন্দোলনকে সার্থক ও সার্বজনীন রূপদান করিবার জন্য দেশে বিদেশে সমবায়ীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ে আঞ্চলিক সভা করা।

ঙ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত সমবায়ীদের স্বার্থে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং দেশের উন্নয়ন কার্যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং তাহাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।

চ) সমবায়ের মৌলিক সমস্যাগুলির উপর গবেষণা, সেমিনার এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন করিয়া সমবায় আন্দোলনকে সক্রিয় ও গতিশীল করা।

ছ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত সমবায়ের স্বার্থে আলোচনা, কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা করা।

জ) দেশে বিদেশে সমবায়ের স্বার্থে প্রচার ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকাশনা করা।

ঝ) সভ্য সমবায় সমিতিগুলির স্বার্থে জাতীয় স্তরে বিভিন্ন প্রকার 'সার্ভিস' ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সভ্যদের স্বার্থে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে এবং সভ্য সমিতিগুলোকে নানা প্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে এবং সমবায় বাজার গঠনে সহায়তা করা ।

৮। সভ্য-

নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন বা ফেডারেশন বা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সভ্য হইতে পারিবে-

ক) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)এর আওতাভুক্ত উপজেলা/থানা ভিত্তিক দুইস্তর বিশিষ্ট নিবন্ধিত উপজেলা এসোসিয়েশন অথবা উপজেলা / থানা ভিত্তিক যে কোন নিবন্ধিত উপজেলা / থানা কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি।

খ) অনুরূপ উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশনের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপজেলা ভিত্তিক দুইস্তর বিশিষ্ট উপজেলা কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন এবং উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ফেডারেশন জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের সদস্য পদ লাভ করিতে পারিবে।

গ) কুমিল্লা জেলা কোতোয়ালী থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা এসোসিয়েশন (কেটিসিসিএ)।

ঘ) যাহারা এই উপবিধি অনুসারে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের নিবন্ধনের আবেদন করিয়াছেন বা

ঙ) যাহারা পরে এই উপবিধি অনুসারে সভ্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

৯। সভ্য নির্বাচন-

ক) কোন উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা অন্য কোন উপজেলা/থানা সমবায় এসোসিয়েশন কিংবা ফেডারেশন,জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের সভ্য হইবার ইচ্ছা করিলে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে সভাপতি বরাবরে আবেদন করিবেন।

খ) কার্যনির্বাহী কমিটি বিবেচনা করিয়া আবেদন মঞ্জুর অথবা উপযুক্ত কারণ থাকিলে না মঞ্জুর করিতে পারেন।

গ) সভ্যপদের আবেদন মঞ্জুর না মঞ্জুর হওয়ার সিদ্ধান্ত ৬০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে।

ঘ) আবেদন না মঞ্জুর হইলে সমিতির সাধারণ সভায় আপিল করিবার অধিকার থাকিবে।

১০। ভর্তি ফি ও বার্ষিক চাঁদা

ক) সভ্য সমিতির ভর্তির ফিস হইবে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র।

খ) প্রতি সভ্যকে বার্ষিক চাঁদা ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে দিতে হবে। এই চাঁদা প্রতি সমবায় বছর শুরু হওয়ার পর ১লা জুলাই হইতে ৩০শে আগষ্টের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

গ) বার্ষিক সাধারণ সভা কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ভর্তি ফি এবং বার্ষিক চাঁদার হার সময়ে সময়ে বৃদ্ধি করা যাইবে এবং ফেডারেশনের জরুরি কাজের জন্য বিশেষ অনুদান বা চাঁদা ধার্য করা যাইবে।

১১। সভ্য পদের অবসান

ক) সভ্য সমিতির নিবন্ধন বাতিল হইলে সভ্যপদের অবসান হইবে।

খ) নিম্নলিখিত কারনে কার্যনিবর্হী কমিটি সভ্যপদের অবসান ঘটাইতে পারিবেন ঃ

১। পরপর দুই বৎসর বার্ষিক চাঁদা না দিলে, বা

২। ইচ্ছাপুর্বক আইন,বিধি, উপবিধি বা জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের প্রণীত অন্য কোন নিয়ম লংঘন করিলে,

গ) জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের স্বার্থ-হানিকর কিংবা সমবায় আন্দোলনের পরিপন্থি কোন কার্য করিলে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের কার্যনিবাহী কমিটি উপর্যুক্ত কারণ দর্শানোর পর কোন সভ্য সমিতিকে সভ্য পদ

হইতে সাময়িক বহিষ্কার করিতে পারিবেন তবে চুড়ান্ত বহিস্কারের ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

ঘ) সাময়িক বহিস্কৃত সদস্যের বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত সভ্যপদের যাবতীয় সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার প্রয়োগ স্থগিত থাকিবে।

ঙ) কোন সভ্যকে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সাময়িক বহিষ্কার করা হইলে উক্ত সভ্য জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের পরবর্তী সাধারন সভায় বহিস্কারের বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হইবে।

চ) চুড়ান্ত বহিস্কৃত সদস্য বহিষ্কারের তারিখ হইতে দুই বৎসর পর পুনরায় সভ্য পদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

১২। তহবিল গঠন

জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের নিম্নলিখিত উৎস হইতে উহার তহবিল গঠন করিতে পারিবেন ঃ

ক) সভ্যদের নিকট হইতে ভর্তির ফি;

খ) সভ্যদের নিকট হইতে বার্ষিক নির্ধারিত চাঁদা;

গ) সরকার ,বোর্ড, হইতে বিভিন্ন আর্থিক সাহায্য ও অনুদান ইত্যাদি;

ঘ) জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের স্বার্থে দেশের সরকার অথবা আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থা অথবা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক বে-সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিংবা সমবায় সমিতি অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য, অনুদান ইত্যাদি;

ঙ) পুস্তক-পুস্তিকা ও ফরম ইত্যাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে;

চ) এই উপবিধির নিয়মসমূহ মান্য করিয়া স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তির কেনাবেচা বা ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হইতে।

১৩। সাধারণ সভা

জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের সর্বময় ক্ষমতা এই আইন,বিধি এবং উপ-আইনের শর্ত সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত থাকিবে। জাতীয় সমবায় ফেডারেশন পরিচালনা, প্রশাসন এবং তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় কার্যক্রমের ব্যাপারে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গৃহিত হবে। কার্যনিবাহী কমিটির সমুদয় কাজের অনুমোদন, অননুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের ভার সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

১৪। বার্ষিক সাধারণ সভা

সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতি বছর অন্তত: একবার বার্ষিক সাধারণ সভা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ সাধারণ সভা করা যাইবে ।

১৫। বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের যোগ্যতা

ক) প্রতিনিধিকে সভ্য এসোসিয়েশনের বা সভ্য ফেডারেশনের কোন সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির সদস্য হইতে হইবে এবং প্রাথমিক সমিতির সদস্য হিসাবে অন্ততঃপক্ষে ১২(বার) মাস বহাল হইতে হইবে।

খ) সভ্য এসোসিয়েশনের বা সভ্য ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভা ও সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক মনোনীত হইতে হইবে।

১৬। সাধারণ সভার নোটিশ

ক) সাধারণ সভার অধিবেশনের অন্তত:পক্ষে ১৫(পনের) দিন পূর্বে অধিবেশনের স্থান, তারিখ, সময় ও আলোচনার বিষয়বস্তু উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক সমিতিতে নোটিশ দিতে হইবে। নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভা

কিংবা বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৬০(ষাট) দিন পূর্বে জারী করিতে হইবে এবং বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নোটিশ প্রচার করিতে হইবে।

খ) সভ্যগণের দাবিতে সাধারণ সভায় আহূত হইলে আবেদনকারীর সভ্যগণের নামের তালিকা ও লিখিত দাবীপত্রের নকল নোটিশের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

১৭। সাধারণ সভার সভাপতি

সাধারন সভার সভাপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশনের সভাপতি কিংবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি কিংবা সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সাধারন সভার সভাপতিত্ব করিবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারন সভায় নির্বাচন কমিটির সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

১৮। সাধারণ সভার কোরাম

ক) সভার নোটিশ দেওয়ার তারিখ সমিতির যে সভ্য সংখ্যা থাকিবে,তাহার এক চর্তুথাংশ অথবা আইনের ১৭(৫) ধারা মোতাবেক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য উপস্থিত হইলে সভার কার্য চলিতে পারিবে।

খ) সভার কোরাম না হইলে অধিবেশন চলিতে পারিবে না।

গ) সভা আরম্ভের জন্য নিদিষ্ট সময়ের এক ঘন্টার মধ্যে যদি কোরাম না হয়, তাহা হইলে সভা মুলতবি থাকিবে এবং সভার সভাপতি সাহেব পরবর্তী সভার তারিখ,স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করিবেন। উক্ত মুলতবি সভায় কোরাম না হইলেও সভার কাজ চলিতে পারিবে। তবে নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় কোরাম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হইলে উক্ত সভা বাতিল হইয়া যাইবে।

ঘ) কোন সভায় উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য উপস্থিত থকিলেও সভাপতি সভার অনুমতিক্রমে সভা মুলতবি রাখিতে পারিবেন কিন্তু মুলতবিকাল ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক হইবে না এবং অসমাপ্ত কার্যক্রম ব্যতিত অন্য কোন বিষয় মুলতবি সভায় আলোচিত হইতে পারিবে না।

১৯। সাধারণ সভার কার্যাবলী

বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পন্ন করিবে ঃ

ক) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভাসহ বিশেষ সাধারণ সভার কার্যাবলী অনুমোদন;

খ) কার্যকরী পরিষদের বিগত বৎসরের কার্যাবলী বিবেচনা ও অনুমোদন;

গ) আগত বৎসরের কর্মসূচী অনুমোদন;

ঘ) বিগত বৎসরের আর্থিক বিবরণী(উদ্বৃত্তপত্র,জমা খরচ, দেনা-পাওনা ইত্যাদির হিসাব এবং অডিট রিপোর্ট আলোচনা ও অনুমোদন;

ঙ) আগামী/চলতি আর্থিক বছরের বাজেট অনুমোদন;

চ) কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচন ;

ছ) প্রয়োজনবোধে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের উপবিধির প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পুন:প্রণয়ন;

জ) সংস্থার কার্যাদি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কর্মচারী নিয়োগ নীতিমালা ও সার্ভিস রুল অনুমোদন;

ঝ) সভাপতির অনুমতিক্রমে কার্যকরী কমিটি অথবা অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ কর্তৃক উপস্থাপিত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

ট) ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;

ঠ) ফেডারেশনের কোন সদস্য বা কর্মচারী কর্তৃক কোন আবেদন/অভিযোগ বা সদস্যপদ হইতে সাময়িক বহিস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে কোন আবেদন/নোটিশ সমিতিতে দাখিল করা হইলে উক্ত বিষয়ে শুনানী, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

ড) ফেডারেশনের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা তদন্ত রিপোর্টে উল্লিখিত বিষয়ে নিবন্ধকের বরাবরে প্রেরণের জন্য পরিপালন পত্র অনুমোদন;

২০। সাধারণ সভার ভোট গ্রহণ

ক) সাধারণ সভার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই সভ্যগণের ভোটাধিক্যে গৃহীত হইবে। যদি ভোট সংখ্যা সমান হয়, তাহা হইলে সভাপতির একটি অতিরিক্ত ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে। এইরূপ ভোট হাত উত্তোলন বা ভোট গ্রহণের জন্য স্থিরিকৃত হইবে।

খ) সাধারণত যে সিদ্ধান্ত ভোটে দেওয়া হইবে উহা হাত উত্তোলন দ্বারাই মিমাংসীত হইবে। কিন্তু অন্তত ১০ (দশ) জন সভ্য প্রার্থনা করিলে (তোলার পূর্বে অথবা পরে) এবং সভাপতি সম্মত হইলে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

গ) ভোট গ্রহণ করা হইলে ঃ

১. সভাপতি বিবেচনা করিলে নিয়মাবলী অনুসারে ব্যালট দ্বারা ভোট গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।
২. যে সকল সভ্য কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিবেন তাহাদের সংখ্যা সভার বহিতে উল্লেখিত থাকিবে।
৩. পোল অথবা হাত তোলা বা যে কোন ভাবেই ভোট গ্রহণ করা হোক না কেন সভ্য পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়ার প্রমাণ স্বরূপ তাহার নাম সভার বহিতে লিখিয়া রাখিবার দাবি করিতে পারিবেন।

২১। সাধারণ সভার কার্য বিবরণী

ক) সাধারণ সভার কার্য বিবরণী লিখিতভাবে একটি খাতায় রক্ষিত হইবে।

খ) ঐ খাতায় উপস্থিত সভ্যগণের নাম, মন্তব্যাদি এবং সভার অন্যান্য বিবরণী লিখিত হইবে এবং উহা পরবর্তী সাধারণ সভায় পেশ করা হইবে।

গ) যদি সভার অব্যবহিত পরে কার্য বিবরণী লেখা না হয় এবং সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয়, তাহা হইলে সভা শেষ হইবার ৭২ ঘন্টার মধ্যে সর্বভুল ভ্রান্তি ও পরিবর্তনমুক্ত বিবরণী লিখিয়া উহাতে সভাপতির স্বাক্ষর নিতে হইবে। এইরূপ স্বাক্ষরিত কার্য বিবরণী সভার কার্যের চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে। সাধারণ সভার কার্য বিবরণীর ছায়ালিপি সভা অনুষ্ঠানে অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২২। বিশেষ সাধারণ সভা

ক) যতবার আবশ্যক হইবে কার্য নির্বাহী কমিটি ততবার আইন ও নিয়ম অনুসারে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

খ) সমিতির সদস্য সংখ্যা অনধিক পাঁচশত পর্যন্ত হলে এক তৃতীয়াংশ এবং বেশী হলে এক পঞ্চমাংশ সভ্য লিখিতভাবে দাবী অথবা নিবন্ধক ও মহাপরিচালক নির্দেশ দিলে ও এইরূপ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে হইবে।

গ) 'খ' উপ-ধারা অনুযায়ী সভ্যগণ বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য দাবি করিবার পর যদি ৩০ দিনের মধ্যে কার্যকরী কমিটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান না করেন, তবে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক লিখিত নির্দেশ বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ দিতে পারিবেন এবং বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন।

ঘ) বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের জন্য সভ্যগণ লিখিত দাবিতে সভার উদ্দেশ্য উল্লেখ করিবেন এবং উহাতে স্বাক্ষর করিয়া জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রিকৃত অফিসে দাখিল করিবেন।

ঙ) বিশেষ সাধারণ সভা যে উদ্দেশ্যে আহূত হইবে সেই বিষয়ে ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে আলোচিত হইতে পারিবে না।

২৩। সাধারণ সভায় সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য

ক) সাধারণ সভার সভাপতি অধিবেশনের শৃংখলা রক্ষা করিবেন এবং আলোচ্য বিষয়াদি যাহাতে সম্পূর্ণ হয় সেইরূপভাবে অধিবেশন পরিচালনা করিবেন। অধিবেশনে কোন বিতর্ক উপস্থিত হইলে সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) অধিবেশনে কোন সভ্য অশোভন আচরণ করিলে সভাপতি তাহাকে অধিবেশন হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন। উক্ত বহিস্কৃত প্রতিনিধি পরবর্তী আলোচ্য বিষয় সমূহে অংশগ্রহণ করিতে এবং ভোট দিতে পারিবেন না।

গ) সভায় বিশৃংখলার জন্য সভাপতি অধিবেশন বন্ধ করিতে পারিবেন এবং কোন তারিখে, কোন সময় পুর্নরায় অধিবেশন হইবে তাহাও তিনি স্থির করিতে পারিবেন।

২৪। কার্যনির্বাহী কমিটি

ক) জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের কার্য পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে।

খ) আইন, নিয়মাবলী এবং উপ-আইন ও ফেডারেশন প্রণীত নিয়মাবলী মান্য করিয়া সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং উদ্দেশ্য সর্ব প্রকারে সফল করিবার জন্য যে সমস্ত ক্ষমতা দরকার, সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটি তাহা ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং যে চুক্তি করার প্রয়োজন তাহা করিতে পারিবেন।

২৫। কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন

ক) সমবায় সমিতি বিধি(২০০৪)এর ২৩ধারা অনুসারে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে যাহাতে ১ জন সভাপতি , ১ জন সহ-সভাপতি ও ১০ (দশ) জন পরিচালক/সদস্য থাকিবেন। তবে এক্ষেত্রে সর্বশেষ সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

২৬। কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতা

এই উপ-আইনে যে সকল সাধারণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে উহা খর্ব না করিয়া নিম্নলিখিত বিশেষ ক্ষমতাগুলি কার্য নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

ক) বেতনভোগী বা অবৈতনিক কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত ও তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা এবং তাহাদের চাকুরীর নিয়ম পদ্ধতি সংস্থার চাকুরী বিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে।

খ) জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের যেকোন দাবি করা, আপোষ মিমাংসা করা,দাবী ত্যাগ অথবা বিলম্বে আদায়ের বন্দোবস্ত করা, মামলা-মোকদ্দমা দায়ের, তদবির বা আপোষ করা;

গ) জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও কার্য বিধি প্রণয়ন করা।

ঘ) নতুন সদস্য ভর্তি করা ;

ঙ) কোন সভ্যের জরিমানা,সদস্যপদ স্থগিত করা, সদস্য হতে বহিস্কার বা আপোষ করা ;

চ) কার্যবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে ৩৫ নং ধারা উপ-আইনে উল্লেখিত উপকমিটি ব্যতিত অন্যান্য উপ-কমিটি নিযুক্ত করা এবং তাহাদের ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্ধারণ করা ;

ছ) সদস্য সমিতিগুলির সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা ;

জ) সভাপতির কার্যভাতা/সম্মানীভাতা ও সন্ত্যব্য সুযোগ সুবিধা আইন ও বিধি মোতাবেক নির্ধারণ করা ।

২৭। কার্যনির্বাহী কমিটির কর্তব্য

আইন, বিধি ও উপ-আইনের বিধান এবং সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য নির্বাহী কমিটি জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের কার্য চালাইবেন এবং ক্ষমতা পরিচালনাক্রমে নিম্ন লিখিত কার্য করিবেন।

ক) জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের পক্ষে আবশ্যক মত টাকা-পয়সা গ্রহণ করিবেন;
খ) জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের হিসাব-পত্র যথাযথ পুস্তকে সময়মত ও নিয়মিতভাবে লিখাইবেন।
গ) টাকা-পয়সা, জমা-খরচ ও দেনা-পাওনার প্রকৃত হিসাব রক্ষা করিবেন ;
ঘ) কোন কর্মচারী হিসাবকে অন্যান্য খাতাপত্র রক্ষা করিবেন, কে হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত করিবেন এবং কে তহবিল রক্ষা করিবেন তাহা নির্ধারণ করিবেন ;

ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, বাৎসরিক হিসাব এবং আগামী বৎসরের আয় ব্যয়ের আনুষাঙ্গিক হিসাব (বাজেট) প্রস্তুত করিয়া সাধারণ সভায় দাখিল করিবেন।

চ) হিসাব পরীক্ষকের আবশ্যকীয় হিসাব পত্র প্রস্তুত করিয়া হিসাব পরীক্ষকের নিকট দাখিল করিবেন।

ছ) সভ্যের তালিকা বহি, অন্যান্যা বহি ও হিসাবাদি হাল নাগাদ রাখিবেন।

জ) যথাযথ সময়ে ও যথা নিয়মে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

ঝ) সভ্যগণ আইনসঙ্গত দাবি করিলে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন।

ঞ) আইন অনুসারে যাহাদের জাতীয় সমবায় ফেডারেশন পরিদর্শন করার ক্ষমতা আছে তাহাদের পরিদর্শন কাজে সহায়তা করিবেন।

ট) হিসাব পরীক্ষক কর্তৃক প্রদর্শিত ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করিবেন।

ঠ) আইন, বিধি এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত নিয়মে হিসাব বিবরণী ও রিটার্ন প্রস্তুত ও দাখিল করিবেন।

ড) সভ্য উপজেলা/থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি(ইউসিসিএ) লিঃ কর্তৃক বার্ষিক চাঁদার খেলাপ হইলে তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

ঢ) জাতীয় ফেডারেশনের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন। বার্ষিক সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

ণ) প্রয়োজনবোধে ১২ (ঙ) ধারা অনুযায়ী জাতীয় ফেডারেশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও ইজারা বা বিনিময় করিবেন।

২৮। কার্য নির্বাহী কমিটির পরিচালকদের যোগ্যতা

ক) আইন,বিধি এবং এই উপ-আইন অনুসারে যে কোন সভ্য সমিতির প্রতিনিধি ২১ বছরের উর্ধ্বে বয়স্ক হইলে পরিচালক পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

খ) যদি কোন প্রতিনিধি ঃ

১. আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্ক হয়, বা

২. জাতীয় ফেডারেশনের সহিত ব্যক্তিগত লাভজনক ব্যবসায়ের চুক্তি গ্রহণ করে, বা

৩. নৈতিক ভ্রষ্টাচারের অপরাধে আদালত কর্তৃক দন্ডিত হয়, তবে জাতীয় ফেডারেশনের কার্য নির্বাহক কমিটির পরিচালক নির্বাচিত হইতে পারিবে না।

৪. যে থানা/ উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা/উপজেলা ফেডারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক সেই থানা/উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা/উপজেলা ফেডারেশন যদি নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বের পর পর দুই বৎসরের বার্ষিক চাঁদা খেলাপ করে থাকে তবে কার্য নির্বাহক কমিটির পরিচালক হইতে পারিবে না।

২৯। কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

ক) জাতীয় ফেডারেশনের কার্য চালাইবার জন্য প্রতি দুই মাসে অন্ততঃ এক বার কার্যনির্বাহী কমিটির সভা হইবে। তবে কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির বিবেচনায় সভার আলোচনার যোগ্য কোন বিষয় না থাকিলে, সভাপতির অনুমতিক্রমে নির্বাহী সচিব সভা না ডাকিয়া প্রত্যেক পরিচালককে উহা জানাইয়া দিবেন।

খ) প্রত্যেক পরিচালককে সভার সভা অন্ততঃ ৭দিন পূর্বে স্থান, কাল, তারিখ ও সভার আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করিয়া নোটিশ দিতে হইবে।

গ) জাতীয় ফেডারেশনের সভাপতি কিংবা তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি অথবা তিনিও উপস্থিত না থাকিলে উপস্থিত পরিচালকগণ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করিবেন।

ঘ) নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ১ ঘন্টার মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের ১/২ (এক দ্বিতীয়াংশ) উপস্থিত থাকিলে সভার কার্য চলিতে পারিবে।

ঙ) সভার প্রত্যেক প্রস্তাব ভোটাধিক্যে মিমাংসিত হইবে এবং দুই পক্ষের ভোট সমান হইলে সভাপতি একটি দ্বিতীয় বা অতিরিক্ত ভোট দিতে পারিবেন।

চ) কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য অন্যুন ৭(সাত) দিন সময় প্রদান করিয়া সভাপতিকে বিশেষ সভা আহবানের অনুরোধ করিতে পারিবেন। এবং উক্ত অনুরোধ প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিটির সকল সদস্যকে নোটিশ প্রদান করিয়া সভাপতি কার্যনিবাহী কমিটির সভা আহবান করিবেন। এইরূপ বিশেষ সভার নোটিশে উল্লেখিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আলোচনা হইবেনা।

ছ) 'চ' উপ-ধারা অনুযায়ী সদস্যগণ বিশেষ সভা দাবি করার পর যদি সভাপতি ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ সভা আহ্বান না করেন তবে নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং তলবি সভার জন্য প্রদত্ত তলবি পত্রে এইরুপ সভা আহবানের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া যেই সকল সদস্য সভা তলব করিতে চাহেন তাহাদের স্বাক্ষরে সময় ও আলোচ্যসুচী নির্ধারণ করিয়া সমিতির কার্যালয়ে জমা প্রদান করিতে হইবে।

জ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভার জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত খাতায় উপস্থিত সদস্যগণের স্বাক্ষরসহ কার্যবিবরণী লিখিতে হইবে এবং সভাপতি উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ঝ) যে কোন সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণ সভার জন্য রক্ষিত খাতায় স্বাক্ষর করিবেন।

৩০। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদের অবসান

কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য পদের অবসান হইবে যদিঃ

ক) সদস্যের মৃত্যু ঘটে

খ) প্রাথমিক সমিতিতে কিংবা কেন্দ্রীয় সমিতিতে সদস্যপদ হারায়

গ) ফৌজদারী আইনে সাজাপ্রাপ্ত হয়

ঘ) সদস্য পদ ইস্তফা দেয় ;

ঙ) মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিলে ;

চ) সদস্য সমিতির সদস্য পদ বাতিল হইলে

ছ) সভাপতি লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে পর পর ৪টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত সদস্যকে কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যপদ হইতে বহিষ্কার করিতে পারিবেন। তবে এইরূপ অপসারনের পূর্বে পর পর অনুপস্থিত তিনটি সভার পর সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অনুপস্থিতি সম্পর্কে এবং পরবর্তী সভায় উপস্থিত না থাকিলে সদস্যপদ বাতিল হইবে মর্মে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৩১। কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা

জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির ২জন কর্মকর্তা, তথা সভাপতি ও সহ-সভাপতি সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ২৫ বিধি ও উহার উপ-আইন অনুসারে নির্বাচিত হইবে।

৩২। সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য

ক) আইন, বিধি, উপ-আইন এবং সাধারণ সভা বা কার্য নির্বাহী কমিটির প্রদত্ত ক্ষমতা ও নির্দিষ্ট কর্তব্য অনুযায়ী সভাপতি এবং কোন জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি দায়িত্ব পালন করিবেন।

খ) আইন,বিধি, উপ-আইন অনুযায়ী কার্যনিবাহী কমিটির যে ক্ষমতা ও কর্তব্য আছে তাহা বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে সহ সভাপতি ব্যবহার করিতে পারিবেন। সভাপতি বা তাহার অনুপস্থিতিতে সহ সভাপতি এই ভাবে যে সকল কার্য করিবেন তাহা কার্য নির্বাহী কমিটির অব্যবহিত পরের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে। সভাপতি বা সহ-সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কার্য করিতে পারিবেন না ।

গ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি ১নং ও ২নং ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা লাভ করিবেন।

৩৩। কার্য নির্বাহী সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য

জাতীয় সমবায় ফেডারেশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন বেতনভোগী নির্বাহী সচিব থাকিবেন। তিনি সমবায় সমিতি২০০৪ বিধিমালা, এর ৫১,৫২ ও ৫৩ বিধি অনুযায়ী ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির সাধারণ নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব নির্বাহী সচিবের উপর ন্যস্ত থাকিবে। জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের যাবতীয় সম্পত্তি নির্বাহী সচিবের দায়িত্বে থাকিবে এবং ফেডারেশনের পক্ষে তিনি যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন। বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত সুস্পষ্ট কার্য-সমূহ সম্পাদন করিবেন :

ক) লেনদেনের যথাযথ হিসাব-নিকাশ রাখা ও ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট যাবতীয় রেজিষ্ট্রার যথাযথভাবে লিখা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

খ) জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের অফিস বা অফিস সমূহের কার্যের তদারক করা এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত নির্ধারিত টাকার মধ্যে দৈনন্দিন ছোট-খাট ব্যয় নির্বাহ করা।

গ) ফেডারেশনের পক্ষে দস্তখত করা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃযোগাযোগ রক্ষা করা।

ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে কার্যনির্বাহী সভা, সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা প্রয়োজনবোধে উপ-কমিটি সমূহের অধিবেশন আহ্বান করা।

ঙ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

চ) ফেডারেশনের পক্ষ হইতে টাকা-পয়সা লেনদেন করা।

ছ) সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সকল সদস্যগণের নিকট এবং কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যবিবরণী উহার সদস্যদের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা।

জ) জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের কর্মচারীদের কাজ তদারক করা এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা।

৩৪। উপদেষ্টা কমিটি

ক) জাতীয় ফেডারেশনের একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকিবে ;

খ) উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে জাতীয় খ্যাতি সম্পন্ন বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইবেন ;

গ) উপদেষ্টা কমিটিতে ৫(পাঁচ) জন সদস্য থাকিবেন;

ঘ) কার্য নির্বাহী কমিটি উক্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মনোনিত করিবেন ;

৩৫। বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন এর জেলা ইউনিট/চ্যাপ্টার

দেশের সকল জেলায় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন এর একটি জেলা ইউনিট/চ্যাপ্টার থাকিবে।

ক) জেলায় যতগুলো উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি থাকিবে তাহার প্রত্যেকটির সভাপতি অথবা কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি উক্ত জেলা ইউনিটের সদস্য হইবেন;

খ) প্রতিটি জেলা ইউনিটে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি এবং সদস্য থাকিবেন এবং তাহারা ঐ জেলার উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির ভোটে নির্বাচিত হইবেন ;

গ) জেলা ইউনিট/চ্যাপ্টার জেলাধীন সদস্য সমিতিগুলোর কাজে সমন্বয় সাধন করিবেন।

৩৬। তহবিল জমাকরণ

কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের যে কোন বানিজ্যিক ব্যাংকে জাতীয় সমবায় ফেডারেশনের যাবতীয় তহবিল রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি নগদ হস্ত মজুত থাকিতে পারিবে না।

৩৭। দস্তখত দেওয়ার ক্ষমতা

ক) ব্যাংক হইতে টাকা আদান-প্রদানের বেলায় যাবতীয় চেকে সই/দস্তখত করার দায়িত্ব সভাপতি ও ফেডারেশনের নিয়োগকৃত নির্বাহী সচিবের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সহ-সভাপতি বা যে কোন পরিচালক সই/দস্তখত করিতে পারিবেন।

গ) ব্যবস্থাপনা কমিটির অবর্তমানে সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতা ও আনুসাঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন যুগ্ম নিবন্ধক ও ফেডারেশনের নির্বাহী সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

৩৮। উপ-আইন সংশোধন

এই উপ-আইন সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন সংশোধন করিতে হইলে সমবায় সমিতির আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ও ২০১৩), সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪এর ৯-ধারা ও উপ-ধারা অনুযায়ী করিতে হইবে।

৩৯। উপ-আইন বহির্ভূত বিষয়

ক) এই উপ-আইন যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ নেই সেগুলি আইন ও বিধি মোতাবেক সাবস্ত্য হইবে এবং এই উপ-আইন যাহাই থাকুক না কেন সমস্ত বিষয়ই সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর বিধি ও উপবিধি মোতাবেক নির্ধারিত হইবে।

৪০। প্রথম নিবন্ধনকালীন সংগঠক/আবেদনকারীগণের নাম

১.	সামসুল হক, কালিয়াকৈর টিসিসিএ লিঃ
২.	রাশেদ মোশারফ, চেয়ারম্যান, ইসলামপুর, টিসিসিএ লিঃ
৩.	কামাল উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক, হাজীগঞ্জ, টিসিসিএ লিঃ
৪.	হাজী মতিয়র রহমান, চেয়ারম্যান, মুরাদনগর, টিসিসিএ লিঃ
৫.	আব্দুল মুঈদ, চেয়ারম্যান, কেটিসিসিএ কুমিল্লা
৬.	আলী আশরাফ মজুমদার, চেয়ারম্যান, স্পেশাল-কো-অপারেটিভ ফেডারেশন
৭.	আবদুর রশিদ, কৃষি ফেডারেশন, কোতোয়ালী, কুমিল্লা
৮.	দেওয়ান মেধাদ উদ্দিন আহমেদ, বরুড়া, কুমিল্লা।
৯.	অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার, লাকসাম টিসিসিএ লিঃ, কুমিল্লা
১০.	ডাঃ আব্দুস সামাদ, সভাপতি, দেবীদ্বার টিসিসিএ লিঃ
১১.	ডাঃ মোঃ হারুন ইসলাম, সরাইল, সভাপতি
১২.	আবুল কাশেম মজুমদার, চৌদ্দগ্রাম টিসিসিএ লিঃ কুমিল্লা
১৩.	মোঃ আব্দুল বারী, চেয়ারম্যান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া টিসিসিএ লিঃ
১৪.	মোঃ গোলাম রফিক, চেয়ারম্যান, কসবা টিসিসিএ লিঃ
১৫.	মোঃ মানু মিয়া সরকার, চেয়ারম্যান, দাউদকান্দি টিসিসিএ লিঃ
১৬.	সেলিম আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান, গলাচিপা, টিসিসিএ লিঃ
১৭.	মির্জা শামসুর রহমান, সভাপতি, মির্জাপুর টিসিসিএ লিঃ

৪১। উপ-আইন প্রণয়ন কমিটি

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৯৭৩ সালের ২৯ জুলাই হইতে ১লা আগষ্ট পর্যন্ত ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউডটে একটি জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ফেডারেশন উপ-বিধি প্রণয়ন করার জন্য উক্ত সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি একটি উপ-বিধি কমিটি গঠন করেন। উক্ত উপ

বিধি কমিটি জাতীয় ফেডারেশনের খসড়া উপ-বিধি প্রণয়ন করেন। খসড়া সম্মেলনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয় এবং কিছু কিছু সংশোধন সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম উপ আইন প্রণয়ন কমিটিতে যারা ছিলেন

ক্রঃ নং নাম ও পদবী

১. জনাব ডঃ আব্দুল মুঈদ, আহবায়ক

২. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, আই আর ডি পি, ঢাকা

৩. জনাব কামাল উদ্দিন আহম্মদ
পরিচালক, হাজীগঞ্জ টিসিসিএ লিঃ, চাঁদপুর

৪. জনাব এ, এন, এম, নোমান
সভাপতি, রামগতি টিসিসিএ লিঃ, লক্ষীপুর।

৫. জনাব গোলাম রফিক
কসবা টিসিসিএ লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৬. জনাব মোঃ ইয়াছিন
ভাইস চেয়ারম্যান, কেটিসিসিএ লিঃ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

বর্তমান উপ-আইন সংশোধন উপ-কমিটি

ক্রং নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
১.	জনাব বিপ্লব মাহমুদ উজ্জল প্রতিনিধি, মির্জাপুর ইউসিসিএ লিঃ, টাঙ্গাইল	আহবায়ক	
২.	জনাব মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন আহম্মেদ খান মুকুল প্রতিনিধি, বোয়ালখালী ইউসিসিএলিঃ, চট্টগ্রাম	সদস্য	
৩.	জনাব নাফিজ উদ্দিন চৌধুরী প্রতিনিধি, দোহার ইউসিসিএ লিঃ, ঢাকা	সদস্য	
৪.	জনাব নাজিম উদ্দিন মিয়া প্রতিনিধি, চাটমোহর ইউসিসিএ লিঃ, পাবনা	সদস্য	
৫.	জনাব মোঃ মতিয়র রহমান প্রতিনিধি, মাদারগঞ্জ ইউসিসিএ লিঃ, জামালপুর	সদস্য	
৬.	খোন্দকার সাইদুর রহমান নির্বাহী সচিব বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	সদস্য সচিব	

বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির নাম, পদবী ও প্রতিনিধিত্বকারী সমিতির নাম

ক্রঃ .নং	নাম ও পদবী	প্রতিনিধিত্বকারী সমিতির নাম
১.	জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম, এমপি সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি, রাণীনগর ইউসিসিএ লিঃ, নওগাঁ।
২.	খন্দকার বিপ্লব মাহমুদ উজ্জল সহ-সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি মির্জাপুর ইউসিসিএ লিঃ, টাঙ্গাইল।
৩.	জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি সৈয়দপুর ইউসিসিএ লিঃ, নীলফামারী।
৪.	জনাব নাজিম উদ্দিন মিয়া পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি চাটমোহর ইউসিসিএ লিঃ, পাবনা
৫.	জনাব মোঃ মইনুল হাসান সরকার পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি দুর্গাপুর ইউসিসিএ লিঃ, রাজশাহী।
৬.	এফ এম মনিরুজ্জামান পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি কয়রা ইউসিসিএ লিঃ, খুলনা।
৭.	জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান ফুলু পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি পিরোজপুর সদর ইউসিসিএ লিঃ, পিরোজপুর।
৮.	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন আহমেদ পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি বোয়ালখালী ইউসিসিএ লিঃ, চট্টগ্রাম।
৯.	জনাব মোঃ শাহজাহান বাবুল পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি রামগঞ্জ ইউসিসিএ লিঃ, লক্ষীপুর।
১০.	জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি কোম্পানীগঞ্জ ইউসিসিএ লিঃ, পিরোজপুর।
১১.	জনাব নাফিজ উদ্দিন চৌধুরী পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি দোহার ইউসিসিএ লিঃ, রাজশাহী।
১২.	জনাব মোঃ মতিয়র রহমান পরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন	প্রতিনিধি মাদারগঞ্জ ইউসিসিএ লিঃ, জামালপুর।